"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

# খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা

০৫/১২/২০২১খ্রিঃ তারিখ রবিবার বেলা ১১-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের "শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে" মাননীয় মেয়র **জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক মহোদয়** এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের **১৩তম সাধারণ সভার** কার্যবিবরণীঃ

**সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :**

১. জনাব শেখ আব্দুর রাজ্জাক
২. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
৩. জনাব মোঃ আব্দুস সালাম
৪. জনাব মোঃ কবির হোসেন কবু মোল্যা
৫. জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী
৬. জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ
৭. জনাব মোঃ সুলতান মাহামুদ
৮. জনাব মোঃ ডালিম হাওলাদার
৯. জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান লিটন
১০. জনাব কাজী তালাত হোসেন
১১. জনাব মুনশী আঃ ওদুদ
১২. জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান
১৩. জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ
১৪. জনাব শেখ মোসারাফ হোসেন
১৫. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)
১৬. জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ
১৭. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
১৮. জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন)
১৯. জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন
২০. জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না
২১. জনাব মোঃ আলী আকবর
২২. জনাব মোঃ গোলাম মাওলা শানু
২৩. জনাব জেড,এ মাহমুদ
২৪. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
২৫. জনাব মোঃ আরিফ হোসেন

**সভায় উপস্থিত সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :**

১. জনাব মনিরা আক্তার
২. জনাব সাহিদা বেগম
৩. জনাব রহিমা আক্তার হেনা
৪. জনাব পারভীন আক্তার
৫. জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু
৬. জনাব শেখ আমেনা হালিম বেবী
৭. জনাব মাহমুদা বেগম
৮. জনাব কনিকা সাহা
৯. জনাব মাজেদা খাতুন
১০. মিসেস রেকসনা কালাম লিলি

**সভায় উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দঃ**

১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা এর পক্ষে।
২. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, খুলনা এর পক্ষে।
৩. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিঃ।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে।
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।
৬. চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর পক্ষে।
৭. প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, খুলনা।
৮. প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)-৬, খুলনা।
৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা।
১০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা, খুলনা এর পক্ষে।
১১. জনাব মোঃ রুহুল আমীন, জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা।

**জনাব মোঃ আজমুল হক,** প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) কেসিসি, উপস্থিত মাননীয় মেয়র মহোদয়, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এ পর্যায়ে প্রথমে কোরআন হতে তেলাওয়াত করার জন্য ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলামকে অনুরোধ জানালে তিনি পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন।

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা |
|---|---|
| ১। গত ২২/০৯/২০২১খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১২তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ। | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** কেসিসি, ১নং আলোচ্যসূচিতে ১২তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে কারো কোন বক্তব্য অথবা কোন বিষয়ে সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জন থাকলে তা উত্থাপন করার অনুরোধ জানান।<br><br>**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি বলেন, ১২ তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর ২০ পাতায় জন্ম নিবন্ধন সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছিল। প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজমুল হক এর কিছু বক্তব্য ছিল। একটা বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন না থাকলে বাচ্চার সাথে তার বাবা-মার জন্ম নিবন্ধন করে দিতে হয়। সম্মানিত কাউন্সিলরদের জন্য এ বিষয়টি খুবই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা সাহেব ব্যাখ্যায় বলেছিলেন এ বিষয়টি ১/২ মাসের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে। জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে জাইকা ফান্ড এর প্রজেক্ট ছিল। স্থানীয় সরকার বিভাগের মন্ত্রি মহোদয়ের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করার জন্য মেয়র মহোদয়কে পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানান। এ বিষয়টি আরো জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ওয়ার্ড অফিসে মানুষের ভিড়ে হমড়ি খেয়ে পড়ে এবং সকাল ৯টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এ কাজ করতে হয়। খাওয়ারও সময় নাই, আর অফিসের লোকজনকে জনগন মারতে যায়। এটা সহজীকরণ করার বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে অথবা বিষয়টি কোন পর্যায়ে আছে তা তিনি জানতে চান। আবার ২৬নং ওয়ার্ড এর সম্মানিত কাউন্সিলর বলেছিলেন জন্ম নিবন্ধন কাজটিকে কেসিসি'র দায়িত্ব দেয়া হোক নতুবা ডিসি সাহেব এ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেক। এছাড়া ময়লাপোতা নামের পরিবর্তে বঙ্গবন্ধু চত্বর লেখা এবং আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম লিখে টুটপাড়া কবরস্থানে স্থাপন করা হয়েছে কিনা তা তিনি জানতে চান।<br><br>**জনাব জেড,এ মাহমুদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭,** কেসিসি বলেন, জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমটির একটু জটিলতা আছে। এ কাজে যারা সার্ভারের দায়িত্বে আছে তাদের কাছে ভালো রিপ্লাই পাওয়া যায় না। তার ওয়ার্ডের বার্থ রেজিষ্টার রাত ১টা/২টা/৩টা পর্যন্ত সার্ভার থেকে জন্ম নিবন্ধন কপি ডেলিভারি নেয়ার জন্য জেগে থাকে। ১২তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে ২১নং পৃষ্ঠায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এর জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ড অফিসে প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ নতুন কম্পিউটার প্রদান এবং কম্পিউটারগুলো মেরামত করে আধুনিকায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়টি কবে নাগাদ বাস্তবায়ন হবে তা তিনি জানাতে চান।<br><br>**জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫,** কেসিসি বলেন, ১৭নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এর বক্তব্যের সাথে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর একমত। সকলের অফিস ছাড়ার উপক্রম হয়ে গেছে। ডিসি প্রশাসনকে এ বিষয়ে দ্রুত সংস্কার করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ঝামেলা দিন দিন বাড়ছে এবং এ কাজে জনগণের সাথে দুরত্ব বাড়ছে। এ বিষয়ে পরিবর্তন হতে হবে। সামনে জানুয়ারি মাস, ভর্তির সময়। বাচ্চার সাথে তার বাবা-মার জন্ম নিবন্ধন করতে হবে। ডিসি অফিসে ফোন করলে তারা বলেন, ৩১টি ওয়ার্ড নিয়ে কর্মপ্রক্রিয়া চলছে, তারা একাজে পেরে উঠছে না। তাহলে পাবার উপায় বলতে হবে। সফটওয়্যার হলো মন্ত্রনালয় ভিত্তিক বা ডিসি সাহেবের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তথাপি আমরাও রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সরকারের লোক। বিষয়টির স্বচ্ছতা থাকতে হবে। এটা হ্যাং হয়ে পড়ে আছে। এটার দ্রুত সংস্কার করা না হলে আরো জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া ওয়ার্ড অফিসে ইন্টারনেট সুবিধা থাকাও প্রয়োজন। |

| আলোচনা | আলোচনা | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|
| **জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১,** কেসিসি বলেন, কেসিসি'র প্রত্যেকটা অফিসে বার্থ রেজিষ্টার স্ক্যান করতে পারছে না। অনেক সময় ছোট মোবাইলের মাধ্যমে করলেও নানা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এ জন্য প্রত্যেকটি ওয়ার্ড অফিসে স্ক্যানার এবং আধুনিক মানের ল্যাপটপ না দিলে এই কাজে দারুন ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এটা সরকারের কাছে দাবি জানানো উচিত।<br><br>**জেলা শিক্ষা অফিসার,** খুলনা বলেন, এ মুহূর্তে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলছে। একটি হলো ভেক্সিনেশন অন্যটি বার্থ রেজিস্ট্রেশন। বার্থ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পরীক্ষার কার্ড এখন সরাসরি দেয়া হচ্ছে। অন লাইনে মাত্র ৮৬ হাজার শিশুর জন্ম নিবন্ধন করার তথ্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রায় পৌনে ২ লক্ষ শিশুর জন্ম নিবন্ধন দরকার। এ রেজিস্ট্রেশন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি মাননীয় মেয়র মহোদয় নিকট অনুরোধ করেন। বার্থ রেজিষ্ট্রেশন না থাকলে শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিতীয় ডোজ করোনার টিকা দেয়া সম্ভব হবে না।<br><br>**জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব পলাশ কান্তি বালাকে রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি এ কাজের দায়িত্বে আছেন। তার সাথে কথা বলে এ বিষয়ে জানানো হবে। এ বিষয়ে ডিসি অফিসে সভা হবে এবং একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, জানুয়ারিতে ভর্তির বিষয়টি আছে। তাই এক সপ্তাহের মধ্যে মিটিং করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সহজিকরণ করার এবং ফোনালাপ করে এ বিষয়ে এখনি ফিডব্যাক দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ জানান। তিনি ১২তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার অভিমত ব্যক্ত করেন। | বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সহজিকরণসহ গত ২২/০৯/২০২১খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত কেসিসি'র ১২তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | প্রশাসনিক শাখা |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ২। (ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহেল আহম্মেদ (খ) এ্যাড. শেখ সোহরাব হোসেন, খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও (গ) শিক্ষক নেতা এস এম আব্দুল জলিল এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ। | **মাননীয় মেয়র মহোদয়**-বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহেল আহম্মেদ, খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এ্যাড. শেখ সোহরাব হোসেন এবং শিক্ষক নেতা আব্দুল জলিল মৃত্যুবরণ করায় তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনা তুলে ধরেন এবং তাদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণের অভিমত ব্যক্ত করেন।<br>উপস্থিত সকলেই শোক প্রস্তাব গ্রহণে একমত পোষণ করেন। | বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে (ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহেল আহম্মেদ (খ) এ্যাড. শেখ সোহরাব হোসেন, খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও (গ) শিক্ষক নেতা এস এম আব্দুল জলিল এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | প্রশাসনিক শাখা |
| ৩। চলমান শীত মৌসুমে খুলনা মহানগরী এলাকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কম্বল বিতরণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব),** কেসিসি চলমান শীত মৌসুমে খুলনা মহানগরী এলাকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কম্বল বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উত্থাপন করেন।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ঢালাওভাবে ৪০০পিস কম্বল দেয়া হবে। এছাড়া ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা নগদে আছে, সেটার বিষয়ে প্রয়োজনে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি আরো বলেন, তিনি ৩১টি ওয়ার্ডেই মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার একটা ভাগ আছে। তার অংশের কম্বল ৩১টি ওয়ার্ডেই দিতে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে কম্বল বিতরণ করতে হবে মর্মে সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলর তিনটা ওয়ার্ডেই নির্বাচিত হয়েছেন। বিধায় তারাও একইভাবে কম্বল পাবেন। যে ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা বেশি সেখানে কিছু বেশি কম্বল দেয়া হবে এবং ৪টি ওয়ার্ড নিয়ে যে আসনটি আছে সে আসনেও বেশি পাবে। | বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:<br><br>(১) খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রত্যেক ওয়ার্ডে ঢালাওভাবে ৪০০(চারশত) পিস করে কম্বল বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে যে সব ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা বেশি এবং চারটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত আসনে কিছু কম্বল বেশি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ভান্ডার শাখা |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ৪। ইউনিসেফ বাংলাদেশ কর্তৃক কিশোরী ফুটবল টূর্ণামেন্ট বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব),** কেসিসি ইউনিসেফ বাংলাদেশ কর্তৃক কিশোরী ফুটবল টূর্ণামেন্ট বিষয়ে সভায় উত্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও শিক্ষা কর্মকর্তাকে দাওয়াত করা হয়েছিল। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অধীনে কিছু কিশোরী ক্লাব আছে। উক্ত কিশোরী ক্লাবের সদস্যদেরকে ঐ খেলায় খেলোয়াড় হিসেবে নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।<br><br>**মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা** খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যে কিশোর-কিশোরী ক্লাব আছে তাদের সমন্বয়ে খেলা করার জন্য কেসিসির নির্দেশনা পেলে তার ব্যবস্থা করা হবে মর্মে সভাকে জানান।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, সাধারণ ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এর সহযোগিতায় এবং ৩টি ওয়ার্ড নিয়ে একটি সংরক্ষিত আসন বিধায় দশটি সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রাইমারি লেভেলের স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে টিম তৈরী করে খেলা হবে। বাইরে থেকে হায়ার করে কোন ছেলে-মেয়ে আনলে সেটা গ্রহণ করা হবে না। এর জন্য খেলার মাঠে স্কুলের ছাত্র হওয়ার প্রমাণক ও জন্ম নিবন্ধন সাথে আনতে হবে। তিনি বলেন, খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হবে মর্মে নির্বাচনী ওয়াদা ছিল। ইতোপূর্বে ইউনিসেফের সাহায্যে কিশোরী টিম তৈরি করা হয়। প্রতিটি টিমে সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ঐ টিম গঠন করা হয়। এবারও দশজন সম্মানিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরকে টিম লিডার করা হবে। তাদেরকে এ কাজে সাহায্য করার জন্য সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদেরকে অনুরোধ জানান। ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ বিজয় দিবসের পর দিন তারিখ নির্ধারণ পূর্বক খুলনা জেলা স্কুলে এ খেলা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন। | বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এর সহযোগিতায় সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলর এর নেতৃত্বে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রাইমারী লেভেলের মেয়েদের মধ্যে কিশোরী ফুটবল টূর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ৫। ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব),** কেসিসি, ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার এর বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ৮ ডিসেম্বর হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বেলা ২-০০টা থেকে রাত ৮-০০টার মধ্যে খুলনা শিল্পকলা একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে এবং সেখানে মাননীয় মেয়র মহোদয় প্রধান অতিথি থাকবেন।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার প্রসঙ্গে খুলনা শিল্পকলা একাডেমিতে বাংলাদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় আটদিন ব্যাপি আলোচনা ও বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী হবে এবং প্রদর্শনীটি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। সকলের উক্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করতে যাওয়ার জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, কেসিসি'র কর্মকর্তা কর্মচারীসহ তিনি সকলকে আমন্ত্রণ জানান। | বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ৮ ডিসেম্বর হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বেলা ২-০০টা থেকে রাত ৮-০০টা পর্যন্ত আটদিন ব্যাপি খুলনা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠেয় ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা |
|---|---|
| ৬। গত ০৭/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। | **জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫,** কেসিসি, গত ০৭/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান এবং বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৫৫০/-টাকা হারে সিলিং করে দেয়া আছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৪৫০/-টাকা দেয়া হয়। বর্তমান বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দৈনিক মজুরির হার অবশ্যই বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত পত্রে ১০০/-টাকা বৃদ্ধি করার কথা বলা আছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর জন্য নিয়মিত ও অনিয়মিত ক্ষেত্রে ৬০০/- ও ৫৭৫/-টাকা। বিভাগীয় শহর ও অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে নিয়মিত ও অনিয়মিত যেহেতু কেসিসি-তে নাই, সেহেতু ৫৫০/-টাকা সিলিং ধরে করা হয়। সার্বিক দিক চিন্তা করে ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে একজন শ্রমিকের মজুরি প্রথম ছয় মাস ৫০/-টাকা করে বৃদ্ধি করে এবং ছয় মাস পর থেকে সরকারি আদেশ অনুযায়ী আরো ৫০/-টাকা বৃদ্ধি করে অর্থাৎ মোট ১০০/-(একশত) টাকা বৃদ্ধি করার জন্য আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানান।<br><br>**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি, অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা যুগোপযোগী। কিন্তু তাতে কোন সুপারিশ আনে নাই। কেসিসির আয় ভাল আছে মর্মে রাজস্ব কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন। তাই বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে তাদের দৈনিক মজুরি এখন ৫০/-টাকা বৃদ্ধি করার কথা আলোচনা করেছেন এবং ছয়মাস পর থেকে আরো ৫০/-টাকা বৃদ্ধিসহ মোট ১০০/-টাকা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তার ওয়ার্ডে ২০,০০০ হোল্ডি আছে এবং খুলনা শহরে যে সব হোল্ডিং আছে তাতে ১০০/-টাকা করে বৃদ্ধি করলে তেমন অসুবিধা হয় না।<br><br>**জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫** কেসিসি বলেন, খুলনা শহরে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য অর্থাৎ পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে ১০জন শ্রমিক চাওয়া হয়। কিন্তু ৩জন করে দেয়া হয়েছে। ময়লা পরিস্কার রাখার জন্য তিনি ১০জন শ্রমিক দেয়ার অনুরোধ জানান। তাছাড়া তার ওয়ার্ডে বালির ব্যবসা বন্ধ করার জন্য তিনি ম্যাজিস্ট্রেট চেয়েছেন। |

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|
| **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে মাষ্টাররোল শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। তার পাশাপাশি কেসিসি'র আয়ের দিকটাও দেখতে হবে। অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আপাতত: দৈনিক মজুরি ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা বৃদ্ধি করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। কেসিসি'র আর্থিক স্বচ্ছলতা হলে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে (মাষ্টার রোল) শ্রমিকের মজুরির বিষয়ে পরবর্তীতে চিন্তা ভাবনা করা হবে। | **বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৭/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সম্পর্কে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**<br><br>(১) স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশের প্রেক্ষিতে কেসিসি'র আর্থিক বিষয়ে চিন্তা করে দৈনিক মজুরি ভিত্তিক (মাষ্টাররোল) শ্রমিক-এর দৈনিক মজুরি আপাতত: ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কেসিসি'র আর্থিক স্বচ্ছলতা ভাল হলে পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | হিসাব বিভাগ |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা |
|---|---|
| ৭। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক যশোর রোডস্থ সাবেক শিল্প ব্যাংক ভবন সংলগ্ন রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট এর পিছনের অংশ ভেঙ্গে ফেলায় ২১ নং ওয়ার্ডস্থ উল্লিখিত মার্কেট এর ৮৯টি হোল্ডিং বাতিল প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** কেসিসি, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক যশোর রোডস্থ সাবেক শিল্প ব্যাংক ভবন সংলগ্ন রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট এর পিছনের অংশ ভেঙ্গে ২১নং ওয়ার্ডস্থ উল্লিখিত মার্কেট এর ৮৯টি হোল্ডিং বাতিল এর বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক স্থাপনাগুলো ভেঙ্গে নতুন খুলনা আধুনিক রেলষ্টেশন নির্মাণ করায় এবং নিম্নে বর্ণিত হোল্ডিংগুলোর অস্তিত্ব না থাকার কারণে মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ উপস্থিত সকলেই উল্লিখিত ২১নং ওয়ার্ডস্থ ৮৯টি হোল্ডিং বাতিল করার জন্য একমত পোষণ করেন : |

| ক্রঃ নং | হোল্ডিং ও রাসআর নাম | মালিকের নাম | স্থাপনার বিবরন | বাঃ কর |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ৯৮০/২ক(৩), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ জাহিদ | সেমি-১২০ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ২ | ৯৮০/২ক(৪), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | অলক | সেমি-১২০ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৩ | ৯৮০/২ক(৫), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ সারোয়ার | সেমি-১২০ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৪ | ৯৮০/২ক(৬), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ শামীম | সেমি-২৪০ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৫ | ৯৮০/২ক(৭), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ জাহিদ | সেমি-১২০ বর্গফুট | ৫৬০/- |
| ৬ | ৯৮০/২ক(৮), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | নুরন্নাহার | সেমি-১২০ বর্গফুট | ৫৬০/- |
| ৭ | ৯৮০/২ক(৯), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মাহামুদা/মোশারেফ | সেমি-২৪০ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ৮ | ৯৮০/২ক(১০), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | আশরাফ আলী হাওঃ | সেমি-১২০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ৯ | ৯৮০/২ক(১১), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | এম আকবার | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১০ | ৯৮০/২ক(১২), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ জাহিদ | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১১ | ৯৮০/২ক(১৩), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | আঃ মান্নান ভুইয়া | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ১২ | ৯৮০/২ক(১৪), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ শওকাত হোসেন | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১৩ | ৯৮০/২ক(১৫), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মরিয়ম বেগম | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১৪ | ৯৮০/২ক(১৬), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | বৌ রানী | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১৫ | ৯৮০/২ক(১৭), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ জাবেদ | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১৬ | ৯৮০/২ক(১৮), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ ফিরোজ কবির | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ১৭ | ৯৮০/২ক(২৩), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ আব্দুল জলিল | সেমি-১৬০ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ১৮ | ৯৮০/২ক(২৪), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | তৈয়েবুর নাহার চৌধুঃ | সেমি-১৬০ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ১৯ | ৯৮০/২ক(২৫), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | কালিদাশ শিল | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ২০ | ৯৮০/২ক(৩৩), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মরিয়ম বেগম | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ২১ | ৯৮০/২ক(৩৪), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মিসেস লায়লা পারভীন | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ২২ | ৯৮০/২ক(৩৬), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মতিয়ার রহমান | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ২৩ | ৯৮০/২ক(৩৭), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | রাজিব | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |

## আলোচনা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৪ | ৯৮০/২খ(৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ বশির গাজী | সেমি-১৯২ বর্গফুট | ৪৮০০/- |
| ২৫ | ৯৮০/২খ(৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | হাকিম মাষ্টার | সেমি-১৯২ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ২৬ | ৯৮০/২খ(১০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | এস এম আক্তার হোসেন | সেমি-১৯২ বর্গফুট | ১০০০/- |
| ২৭ | ৯৮০/২খ(১১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | আবু সাইদ ও শাহ আলম | সেমি-৪৪২ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ২৮ | ৯৮০/২খ(১২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | হোসেন আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ২৯ | ৯৮০/২খ(২১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জিহাদুল ইসলাম/শাহানুর আলম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৩০ | ৯৮০/২খ(২২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | খান নওশের আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৩১ | ৯৮০/২খ(২৩), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | আঃ রব হাওলাদার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০-/ |
| ৩২ | ৯৮০/২খ(২৪), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | সেলিম চৌধুরী | সেমি-১৮০ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৩৩ | ৯৮০/২খ(২৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | গোলাম রসুল | সেমি-১৮০ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৩৪ | ৯৮০/২খ(২৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মিজানুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৩৫ | ৯৮০/২খ(২৭), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রেজাউল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৩৬ | ৯৮০/২খ(২৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রিয়াজ উদ্দিন মিয়া | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- |
| ৩৭ | ৯৮০/২খ(২৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | হায়দার আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- |
| ৩৮ | ৯৮০/২খ(৩৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মেহেরুন্নেছা | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ৩৯ | ৯৮০/২খ(৪০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ আক্কাস, দঃ এস এম আক্তার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৪০ | ৯৮০/২খ(৪১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | আবুল হোসেন | সেমি-১৮০ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৪১ | ৯৮০/২খ(৪২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | সোহরাব আলী | সেমি-১৮০ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৪২ | ৯৮০/২খ(৪৩), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | বাদশা সরদার | সেমি-২৮৮ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ৪৩ | ৯৮০/২খ(৪৪), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | ফজলুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- |
| ৪৪ | ৯৮০/২খ(৫৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | দিলিপ কুমার দাস | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৪৫ | ৯৮০/২খ(৫৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ ওয়াদুদ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৪৬ | ৯৮০/২খ(৫৭), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মাজেদ আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৪৭ | ৯৮০/২খ(৫৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | ফজলুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৪৮ | ৯৮০/২খ(৫৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মুজিবর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৪৯ | ৯৮০/২খ(৬০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রেজাউল করিম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৫০ | ৯৮০/২খ(৬২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জহরুল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- |
| ৫১ | ৯৮০/২খ(৭২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | কাজী আবু ইব্রাহিম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- |
| ৫২ | ৯৮০/২খ(৭৩), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ আমিরুল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ৫৩ | ৯৮০/২খ(৭৪), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জয়নাল সরদার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ৫৪ | ৯৮০/২খ(৭৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | এ জে তালুকদার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৫৫ | ৯৮০/২খ(৭৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | নাসির উদ্দিন | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- |
| ৫৬ | ৯৮০/২খ(৭৭), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | কে এম জোবায়ের | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- |
| ৫৭ | ৯৮০/২খ(৭৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | হারুন উর রশিদ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ৫৮ | ৯৮০/২খ(৮৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রাফিজা শারমিন | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- |

## আলোচনা

| ক্রঃ নং | হোল্ডিং ও রাসমার নাম | মালিকের নাম | স্থাপনার বিবরন | বাঃ কর |
|---|---|---|---|---|
| ৫৯ | ৯৮০/২খ(৯০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | বারেক পুলিশ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- |
| ৬০ | ৯৮০/২খ(৯১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | সিদ্দিকুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৬১ | ৯৮০/২খ(৯২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মতি লাল সিংহ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৬২ | ৯৮০/২খ(৯৩), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | খন্দকার আশিকুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- |
| ৬৩ | ৯৮০/২খ(৯৪), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | আবুল বাশার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- |
| ৬৪ | ৯৮০/২খ(৯৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ হাবিবুলল্লাহ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- |
| ৬৫ | ৯৮০/২খ(৯৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জহরলল হক | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- |
| ৬৬ | ৯৮০/২খ(১০৭), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মিজানুর রহমান দঃ শহিদুল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ২৪০০/- |
| ৬৭ | ৯৮০/২খ(১০৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোসাঃ জাহানারা বেগম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ৬৮ | ৯৮০/২খ(১০৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | সেলিনা লতিফ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৬৯ | ৯৮০/২খ(১১০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জাহাঙ্গির আলম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- |
| ৭০ | ৯৮০/২খ(১১১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | শহিদুল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- |
| ৭১ | ৯৮০/২খ(১১১/১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জাহাঙ্গির আলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- |
| ৭২ | ৯৮০/২খ(১১২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রোজি রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ২৪০০/- |
| ৭৩ | ৯৮০/২খ(১২৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রাবেয়া বেগম | সেমি-২৮৮ বর্গফুট | ২০৮০/- |
| ৭৪ | ৯৮০/২খ(১২৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | খায়রমন নাহার খুকু | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১৭৬০/- |
| ৭৫ | ৯৮০/২খ(১২৭), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ শামসুর জামান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- |
| ৭৬ | ৯৮০/২খ(১২৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রাবেয়া বেগম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১৭৬০/- |
| ৭৭ | ৯৮০/২খ(১২৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | এ কে এম মাহাবুবুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১৭৬০/- |
| ৭৮ | ৯৮০/২খ(১৩০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | ওয়াদুদ হাওলাদার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ৭৯ | ৯৮০/২খ(১৩১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ ফেরদাউসি আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৮০ | ৯৮০/২খ(১৩২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | আকবর আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ৮১ | ৯৮০/২খ(১৩৩), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | বেলল্লাল দিং | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ৮২ | ৯৮০/২খ(১৩৪), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | নুরলল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ৮৩ | ৯৮০/২খ(১৩৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | শিরিয়া বেগম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ৮৪ | ৯৮০/২খ(১৩৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | এনামুল | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ৮৫ | ৯৮০/২খ(১৩৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | একরামুল কবির | সেমি-৪৩২ বর্গফুট | ১৪৪০/- |
| ৮৬ | ৯৮০/২খ(১৩৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | ইলিয়াস মিয়া | সেমি-৪৩২ বর্গফুট | ১৪৪০/- |
| ৮৭ | ৯৮০/২খ(১৪০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | বাহার উদ্দিন | সেমি-২৮৮ বর্গফুট | ১৬০০/- |
| ৮৮ | ৯৮০/২১১খ(১৪১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | এ জে তালুকদার | সেমি-২৮৮ বর্গফুট | ৩৮৪০/- |
| ৮৯ | ৯৮০/২খ(১৪২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | একরামুল কবির | সেমি-২৮৮ বর্গফুট | ১৬০০/- |

**মাননীয় মেয়র মহোদয় :** উল্লিখিত হোল্ডিংগুলোর স্থাপনা ভেঙ্গে তদস্থলে আধুনিক খুলনার রেলষ্ট্রেশন নির্মিত হওয়ায় ২১ নং ওয়ার্ডস্থ ৮৯টি হোল্ডিং এর অস্তিত্ব নাই বিধায় হোল্ডিংগুলো বাতিল করার মতব্যক্ত করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ২১নং ওয়ার্ডস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক যশোর রোডস্থ সাবেক শিল্প ব্যাংক ভবন সংলগ্ন রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট এর পিছনের অংশ ভেঙ্গে আধুনিক খুলনা রেল স্টেশন নির্মাণ করায় এবং বর্নিত হোল্ডিংগুলোর কোন অস্তিত্ব না থাকায় নিম্নোক্ত ৮৯টি হোল্ডিং বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

রাজস্ব বিভাগ

| ক্রঃ নং | হোল্ডিং ও রাসমার নাম | মালিকের নাম | স্থাপনার বিবরন | বাঃ কর |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ৯৮০/২ক(৩), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ জাহিদ | সেমি-১২০ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ২ | ৯৮০/২ক(৪), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | অলক | সেমি-১২০ বর্গফুট | ৯৬০/- |
| ৩ | ৯৮০/২ক(৫), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ সারোয়ার | সেমি-১২০ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৪ | ৯৮০/২ক(৬), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ শামীম | সেমি-২৪০ বর্গফুট | ১২৮০/- |
| ৫ | ৯৮০/২ক(৭), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ জাহিদ | সেমি-১২০ বর্গফুট | ৫৬০/- |
| ৬ | ৯৮০/২ক(৮), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | নুরুন্নাহার | সেমি-১২০ বর্গফুট | ৫৬০/- |
| ৭ | ৯৮০/২ক(৯), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মাহামুদা/মোশারেফ | সেমি-২৪০ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ৮ | ৯৮০/২ক(১০), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | আশরাফ আলী হাওঃ | সেমি-১২০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ৯ | ৯৮০/২ক(১১), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | এম আকবার | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১০ | ৯৮০/২ক(১২), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ জাহিদ | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১১ | ৯৮০/২ক(১৩), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | আঃ মান্নান ভুইয়া | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ১২ | ৯৮০/২ক(১৪). যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ শওকাত হোসেন | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১৩ | ৯৮০/২ক(১৫), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মরিয়ম বেগম | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১৪ | ৯৮০/২ক(১৬), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | বৌ রানী | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১৫ | ৯৮০/২ক(১৭), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ জাবেদ | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ১৬ | ৯৮০/২ক(১৮), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ ফিরোজ কবির | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ১৭ | ৯৮০/২ক(২৩), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মোঃ আব্দুল জলিল | সেমি-১৬০ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ১৮ | ৯৮০/২ক(২৪), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | তৈয়েবুর নাহার চৌধুঃ | সেমি-১৬০ বর্গফুট | ৮০০/- |
| ১৯ | ৯৮০/২ক(২৫), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | কালিদাশ শিল | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ২০ | ৯৮০/২ক(৩৩), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মরিয়ম বেগম | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ২১ | ৯৮০/২ক(৩৪), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মিসেস লায়লা পারভীন | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ২২ | ৯৮০/২ক(৩৬), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | মতিয়ার রহমান | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪০০/- |
| ২৩ | ৯৮০/২ক(৩৭), যশোর রোড, সুপার বিপনী বিতান | রাজিব | সেমি-৮০ বর্গফুট | ৪৮০/- |
| ২৪ | ৯৮০/২খ(৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ বশির গাজী | সেমি-১৯২ বর্গফুট | ৪৮০০/- |
| ২৫ | ৯৮০/২খ(৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | হাকিম মাষ্টার | সেমি-১৯২ বর্গফুট | ১২৮০/- |

| সিদ্ধান্ত | | | | | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৬ | ৯৮০/২খ(১০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | এস এম আক্তার হোসেন | সেমি-১৯২ বর্গফুট | ১০০০/- | রাজস্ব বিভাগ |
| ২৭ | ৯৮০/২খ(১১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | আবু সাইদ ও শাহ আলম | সেমি-৪৪২ বর্গফুট | ৪০০/- | |
| ২৮ | ৯৮০/২খ(১২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | হোসেন আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- | |
| ২৯ | ৯৮০/২খ(২১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জিহাদুল ইসলাম/শাহানুর আলম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৩০ | ৯৮০/২খ(২২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | খান নওশের আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০/- | |
| ৩১ | ৯৮০/২খ(২৩), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | আঃ রব হাওলাদার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০-/ | |
| ৩২ | ৯৮০/২খ(২৪), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | সেলিম চৌধুরী | সেমি-১৮০ বর্গফুট | ১২৮০/- | |
| ৩৩ | ৯৮০/২খ(২৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | গোলাম রসুল | সেমি-১৮০ বর্গফুট | ১২৮০/- | |
| ৩৪ | ৯৮০/২খ(২৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মিজানুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০/- | |
| ৩৫ | ৯৮০/২খ(২৭), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রেজাউল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০/- | |
| ৩৬ | ৯৮০/২খ(২৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রিয়াজ উদ্দিন মিয়া | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- | |
| ৩৭ | ৯৮০/২খ(২৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | হায়দার আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- | |
| ৩৮ | ৯৮০/২খ(৩৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মেহেরুন্নেছা | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- | |
| ৩৯ | ৯৮০/২খ(৪০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ আক্কাস, দঃ এস এম আক্তার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০/- | |
| ৪০ | ৯৮০/২খ(৪১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | আবুল হোসেন | সেমি-১৮০ বর্গফুট | ১২৮০/- | |
| ৪১ | ৯৮০/২খ(৪২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | সোহরাব আলী | সেমি-১৮০ বর্গফুট | ১২৮০/- | |
| ৪২ | ৯৮০/২খ(৪৩), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | বাদশা সরদার | সেমি-২৮৮ বর্গফুট | ৪০০/- | |
| ৪৩ | ৯৮০/২খ(৪৪), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | ফজলুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- | |
| ৪৪ | ৯৮০/২খ(৫৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | দিলিপ কুমার দাস | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৪৫ | ৯৮০/২খ(৫৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ ওয়াদুদ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৪৬ | ৯৮০/২খ(৫৭), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মাজেদ আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৪৭ | ৯৮০/২খ(৫৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | ফজলুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৪৮ | ৯৮০/২খ(৫৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মুজিবর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৪৯ | ৯৮০/২খ(৬০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রেজাউল করিম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৫০ | ৯৮০/২খ(৬২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জহরুল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- | |
| ৫১ | ৯৮০/২খ(৭২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | কাজী আবু ইব্রাহিম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- | |
| ৫২ | ৯৮০/২খ(৭৩), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ আমিরুল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৪০০/- | |
| ৫৩ | ৯৮০/২খ(৭৪), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জয়নাল সরদার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৪০০/- | |
| ৫৪ | ৯৮০/২খ(৭৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | এ জে তালুকদার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১২৮০/- | |
| ৫৫ | ৯৮০/২খ(৭৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | নাসির উদ্দিন | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- | |

| সিদ্ধান্ত | | | | | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫৬ | ৯৮০/২খ(৭৭), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | কে এম জোবায়ের | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- | রাজস্ব বিভাগ |
| ৫৭ | ৯৮০/২খ(৭৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | হারুন উর রশিদ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- | |
| ৫৮ | ৯৮০/২খ(৮৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রাফিজা শারমিন | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- | |
| ৫৯ | ৯৮০/২খ(৯০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | বারেক পুলিশ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- | |
| ৬০ | ৯৮০/২খ(৯১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | সিদ্দিকুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৬১ | ৯৮০/২খ(৯২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মতি লাল সিংহ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৬২ | ৯৮০/২খ(৯৩), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | খন্দকার আশিকুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- | |
| ৬৩ | ৯৮০/২খ(৯৪), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | আবুল বাশার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- | |
| ৬৪ | ৯৮০/২খ(৯৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ হাবিবুল্লাহ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- | |
| ৬৫ | ৯৮০/২খ(৯৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জহুরুল হক | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১১২০/- | |
| ৬৬ | ৯৮০/২খ(১০৭), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মিজানুর রহমান দঃ শহিদুল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ২৪০০/- | |
| ৬৭ | ৯৮০/২খ(১০৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোসাঃ জাহানারা বেগম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৪০০/- | |
| ৬৮ | ৯৮০/২খ(১০৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | সেলিনা লতিফ | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৬৯ | ৯৮০/২খ(১১০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জাহাঙ্গির আলম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- | |
| ৭০ | ৯৮০/২খ(১১১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | শহিদুল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- | |
| ৭১ | ৯৮০/২খ(১১১/১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | জাহাঙ্গির আলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- | |
| ৭২ | ৯৮০/২খ(১১২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রোজি রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ২৪০০/- | |
| ৭৩ | ৯৮০/২খ(১২৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রাবেয়া বেগম | সেমি-২৮৮ বর্গফুট | ২০৮০/- | |
| ৭৪ | ৯৮০/২খ(১২৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | খায়রুন নাহার খুকু | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১৭৬০/- | |
| ৭৫ | ৯৮০/২খ(১২৭), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ শামসুর জামান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৬৪০/- | |
| ৭৬ | ৯৮০/২খ(১২৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | রাবেয়া বেগম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১৭৬০/- | |
| ৭৭ | ৯৮০/২খ(১২৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | এ কে এম মাহাবুবুর রহমান | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ১৭৬০/- | |
| ৭৮ | ৯৮০/২খ(১৩০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | ওয়াদুদ হাওলাদার | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- | |
| ৭৯ | ৯৮০/২খ(১৩১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | মোঃ ফেরদাউসি আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৯৬০/- | |
| ৮০ | ৯৮০/২খ(১৩২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | আকবর আলী | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- | |
| ৮১ | ৯৮০/২খ(১৩৩), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | বেলস্নাল দিং | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- | |
| ৮২ | ৯৮০/২খ(১৩৪), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | নুরুল ইসলাম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৮০০/- | |
| ৮৩ | ৯৮০/২খ(১৩৫), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | শিরিয়া বেগম | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৪৮০/- | |
| ৮৪ | ৯৮০/২খ(১৩৬), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | এনামুল | সেমি-১৪৪ বর্গফুট | ৪৮০/- | |
| ৮৫ | ৯৮০/২খ(১৩৮), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | একরামুল কবির | সেমি-৪৩২ বর্গফুট | ১৪৪০/- | |
| ৮৬ | ৯৮০/২খ(১৩৯), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | ইলিয়াস মিয়া | সেমি-৪৩২ বর্গফুট | ১৪৪০/- | |
| ৮৭ | ৯৮০/২খ(১৪০), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | বাহার উদ্দিন | সেমি-২৮৮ বর্গফুট | ১৬০০/- | |
| ৮৮ | ৯৮০/২১১খ(১৪১), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | এ জে তালুকদার | সেমি-২৮৮ বর্গফুট | ৩৮৪০/- | |
| ৮৯ | ৯৮০/২খ(১৪২), যশোর রোড, রেলওয়ে কমার্শিয়াল মার্কেট | একরামুল কবির | সেমি-২৮৮ বর্গফুট | ১৬০০/- | |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ৮। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** কেসিসি, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন, সরকার ২০১৫ সালে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি করেছে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারকে সভাপতি করে বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়কে সভাপতি করে জেলা কমিটি এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে কমিটি গঠন করা আছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সম্মানিত কাউন্সিলরদের সহযোগিতা ছাড়া এ কার্যক্রম করা সম্ভব নয়। তাদের সহযোগিতায় একটি ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে এবং এ কাজে একটি ফান্ড প্রয়োজন। পুলিশকে এ কাজের সহযোগিতার অনুরোধ করা হয়েছে। কমিউনিটি পুলিশের সাহায্যে গৃহকর্মীদের তালিকা করে সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে। ওয়ার্ড পর্যায়েও কমিটি গঠন করে সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে এবং এ কাজটি অবশ্যই করতে হবে।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, স্বচ্ছল প্রত্যেক বাসা বাড়িতে কাজের লোক বা গৃহকর্মী আছে। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোথাও কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থাকবেনা। সেই উদ্দেশ্যে গৃহকর্মীদের তালিকা অবশ্যই প্রয়োজন। সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ বাস্তবায়ন করার জন্য সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরকে নিয়ে কমিটি গঠন এবং গৃহকর্মীদের তালিকা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। | বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ বাস্তবায়ন করার জন্য নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:<br><br>(১) গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ বাস্তবায়ন করার জন্য সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br><br>(২) সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে ও সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরকে নিয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br><br>(৩) সম্মানিত কাউন্সিলর এর সহযোগিতায় কমিউনিটি পুলিশকে নিয়ে ওয়ার্ডে গৃহকর্মীদের তালিকা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br><br>(৪) এতদসংক্রান্তে যাবতীয় কার্যক্রমের পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি সরকারকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | প্রশাসনিক শাখা<br><br>প্রশাসনিক শাখা<br><br>প্রশাসনিক শাখা<br><br>প্রশাসনিক শাখা |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা |
|---|---|
| ৯। মহানগর পুলিশ আইন ২০২০ এর সাথে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অথবা সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কোন আইন/বিধির কোন সাংঘর্ষিকতা আছে কি-না সে বিষয়ে উক্ত আইনের খসড়ার উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব),** কেসিসি, মহানগর পুলিশ আইন ২০২০ এর সাথে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অথবা সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কোন আইন/বিধির কোন সাংঘর্ষিকতা আছে কি-না সে বিষয়ে উক্ত আইনের খসড়ার উপর আলোচনার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন, মহানগর পুলিশ আইন-২০২০ পাওয়ার পর কেসিসির কর্মকর্তাদের কাছে এর কপি দেয়া হয়। তারপর এটা সম্মানিত কাউন্সিলরদের বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। সম্মানিত কাউন্সিলরগণের কয়েকজন এ বিষয়ে ফোনে আলাপ করেছেন। এ সংক্রান্ত বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত চাওয়া হয়েছে। সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে তিনি এ বিষয়ে একটা কমিটি গঠন করে দেয়ার প্রস্তাব করেন, উক্ত কমিটি বিষয়টি উপস্থাপন করবে এবং এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। উক্ত কমিটিতে মেয়র প্যানেলের ২/১ জন সদস্য, কেসিসি'র সচিব, বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আইন উপদেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে প্রস্তাব পেশ করেন।<br><br>**জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫,** কেসিসি বলেন, এটা একটা অনেক বড় বিষয় এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন বিধায় তিনি এ বিষয়ে একটা বিশেষ সভা আহবানের অভিমত ব্যক্ত করেন।<br><br>**জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫** কেসিসি, এ বিষয়ে বিশেষ সভা আহবান করে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মতামত ব্যক্ত করেন। |

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|
| **মেয়র মহোদয়**-মহানগর পুলিশ আইন-২০২০ বাস্তবায়নের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে নিম্নরূপ কমিটি গঠন এবং বিশেষ সভা আহবান করে বিস্তারিত আলোচনান্তে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিমত ব্যক্ত করেন :<br><br>**কমিটি :**<br>(১) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না), মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৫, কেসিসি।<br>(২) জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫, কেসিসি।<br>(৩) জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫, কেসিসি।<br>(৪) জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১, কেসিসি।<br>(৫) জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭, কেসিসি।<br>(৬) জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬, কেসিসি।<br>(৭) জনাব মোঃ আজমুল হক, সচিব (উপসচিব), কেসিসি।<br>(৮) জনাব নাজিবুল আলম, বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কেসিসি।<br>(৯) বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, কেসিসি।<br>(১০) জনাব মোঃ এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি।<br>(১১) জনাব মোঃ নূরুজ্জামান তালুকদার, এস্টেট অফিসার, কেসিসি। | বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে মহানগর পুলিশ আইন-২০২০ এর সাথে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন-২০০৯ অথবা সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কোন আইন/বিধির কোন সাংঘর্ষিক আছে কি-না সে বিষয়ে উক্ত আইনের খসড়ার উপর বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ সভা আহবান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ বিষয়ে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:<br><br>**কমিটি :**<br>(১) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না), মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৫, কেসিসি।<br>(২) জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫, কেসিসি।<br>(৩) জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫, কেসিসি।<br>(৪) জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১, কেসিসি।<br>(৫) জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭, কেসিসি।<br>(৬) জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬, কেসিসি।<br>(৭) জনাব মোঃ আজমুল হক, সচিব (উপসচিব), কেসিসি।<br>(৮) জনাব নাজিবুল আলম, বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কেসিসি।<br>(৯) বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, কেসিসি।<br>(১০) জনাব মোঃ এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি।<br>(১১) জনাব মোঃ নূরুজ্জামান তালুকদার, এস্টেট অফিসার, কেসিসি। | প্রশাসনিক শাখা |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ১০। মাদক বিরোধী প্রচার প্রচারনায় জনপ্রনিধিদের সম্পৃক্তকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** কেসিসি, মাদক বিরোধী প্রচার প্রচারনায় জনপ্রনিধিদের সম্পৃক্তকরণ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন।<br><br>**জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫** কেসিসি বলেন, খুলনা শহরে মাদকে সয়লাব হয়ে গেছে। মাদক বিষয়ে প্রশাসন যদি কোন ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত না নেন তবে তারা এ বিষয়ে কোন কথা বলবেন না। এলাকায় মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা করতে হবে এবং মাদকের ব্যবসা কেউ করতে পারবে না। মাদক ব্যবসায়ীর বাবা-মাকে আগে বলা হবে। তারপর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। পুলিশ ইচ্ছা করলে মাদক বন্ধ করতে পারে। পুলিশ পারে না এমন কোন কাজ নেই।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, মাদক বিষয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার সুশীল সমাজকে নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে সভা করতে হবে এবং এ বিষয়ে কোন আপোষ নেই। মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা করে তাদেরকে কঠিনভাবে অবশ্যই ধরতে হবে। মাদক প্রতিরোধে সম্মানিত কাউন্সিলরকে সভাপতি করে কমিটি গঠন করার অভিমত ব্যক্ত করেন। | **বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**<br><br>(১) জনপ্রতিনিধি হিসেবে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে সভাপতি করে ওয়ার্ড মাদক প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং পুলিশিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় তালিকা প্রস্তুত পূর্বক মাদক বিরোধী প্রচারণাসহ এলাকায় মাদক ব্যবসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | প্রশাসনিক শাখা |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা |
|---|---|
| ১১। পূর্ত্ত বিভাগের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দাতা সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একজন সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ (খন্ডকালীন) ও একজন আই.টি ম্যানেজার (খন্ডকালীন) নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** কেসিসি, পূর্ত্ত বিভাগের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দাতা সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একজন সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ (খন্ডকালীন) ও একজন আই.টি ম্যানেজার (খন্ডকালীন) নিয়োগের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন।<br><br>**জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯,** কেসিসি, গত ১২তম সাধারণ সভায় তার ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন যাবত জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সহকারী নাই বিধায় একজন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সহকারী পাবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত আসে নাই। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।<br><br>**জনাব কাজী তালাত হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১০** কেসিসি, তার ওয়ার্ডেও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সহকারী নাই। তিনি ঐ পদে একজন প্রশিক্ষত লোক দেয়ার অনুরোধ জানান।<br><br>**জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫** কেসিসি বলেন, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সহকারী বেশির ভাগই অসৎ। তারা টাকা নিয়ে এ কাজ করে। |

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|
| **জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১** কেসিসি বলেন, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ এবং আই.টি ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বিধায় তিনি মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন, পূর্ত বিভাগের কাজে এস্টিমেট করার বিষয়ে দারুন সমস্যা হয় এবং যথেষ্ট দূর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। তাই তিনি খন্ডকালীন ২(দুই) জন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারকে এস্টিমেটর হিসেবে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব করেন।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন,** আসলে কেসিসি'র জনবল অভাব আছে। সাবেক মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান এর আমলে বিভিন্নভাবে চাকুরি নিয়েছিল। মানবিক কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ৩/৪টি বিদেশী টিম বিভিন্ন সময়ে অর্থ দিয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কাজে সহযোগিতা করেছে এবং তারা খুলনার উন্নয়নের জন্য বিভিন্নভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কেসিসি'র প্রকল্পগুলো প্রয়োজন কিনা তারা তা দেখেছে বা পরিদর্শন করেছে। প্রকল্পের একটা সাইডও তারা পরিদর্শন করতে বাদ দেয়নি। কেসিসি'র প্রকল্প বিষয়ে মোটামুটি একটা পর্যায়ে আছে। তাই প্রকল্পগুলো DPP প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হলে এখনি লোক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে লোক নেয়া যাচ্ছে না। তাই একজন সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ হিসেবে খন্ডকালীন লোক নিতে হবে। এছাড়া আই.টি সেক্টরে কাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় একজন সহকারী আই.টি ম্যানেজার খন্ডকালীন নিয়োগ দেয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আইটি ম্যানেজারের অধীনে কাজ করবে। তিনি আরো বলেন, অসৎ লোক জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কাজে রাখার দরকার নেই। যে সব ওয়ার্ডে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সহকারি নাই, সেখানে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সহকারী হিসেবে দক্ষ লোক নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। | বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:<br><br>(১) পূর্ত বিভাগের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দাতা সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একজন সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ (খন্ডকালীন) এবং একজন সহকারী আইটি ম্যানেজার (খন্ডকালীন) নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br><br>(২) যে সব ওয়ার্ডে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সহকারী নাই আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে সে সব ওয়ার্ডে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সহকারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | প্রশাসনিক শাখা<br><br>প্রশাসনিক শাখা |
| | | |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ১২। শেখ রাসেল দিবস ২০২১ ও দুই অঞ্চলে (খুলনা ও খালিশপুর অঞ্চল) পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:) ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে ব্যয়কৃত টাকা অনুমোদন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** কেসিসি, শেখ রাসেল দিবস ২০২১ ও দুই অঞ্চলে (খুলনা ও খালিশপুর অঞ্চল) পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:) ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে ব্যয়কৃত টাকা অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন, এখন থেকে প্রতি বছর শেখ রাসেল দিবস পালন করতে হবে।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ শেখ রাসেল দিবস ২০২১ এবং দুই অঞ্চলে (খুলনা ও খালিশপুর অঞ্চল) পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:) ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে ব্যয়কৃত টাকা অনুমোদনে একমত পোষণ করেন। | বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ রাসেল দিবস ২০২১ এবং দুই অঞ্চলে (খুলনা ও খালিশপুর অঞ্চল) পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:) ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে ব্যয়কৃত টাকা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | হিসাব বিভাগ ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা |
| ১৩। বিবিধ-১: | **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** কেসিসি বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন থাকবে। প্রত্যেক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে কি কি কাজ করা হয় বিশেষ করে স্পেশাল কাজগুলো বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকবে। এ বিষয়ে তিনি ইতোপূর্বে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনা করেছেন এবং এটা সাধারণ সভায় অনুমোদনের প্রয়োজন।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয়** স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বছর কেসিসি'র বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা এবং প্রস্তুতকৃত এ প্রতিবেদন সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। | **বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**<br><br>(১) প্রতি বছর খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | পূর্ত বিভাগ |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| বিবিধ-২: | **জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯** কেসিসি, মৎস্য শিকারীরা ঠিকমত মাছ ধরতে না পারায় কিছু টাকা ফেরত দেয়ার জন্য মৎস্য শিকার কমিটির আহবায়ক ও প্যানেল মেয়র জনাব মোঃ আলী আকবর এর মাধ্যমে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নিকট বিশেষ বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।<br><br>**জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫,** কেসিসি বলেন, প্রথম দিনে মৎস্য শিকারীরা মাছ পায়। প্রথমে ৩০/৩৫ হাজার টাকায় মাছ ধরার টিকিট দেয়ার কথা হয়। পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যাবে পরে তারই প্রস্তাবে এ আশায় ৫০,০০০/-টাকা টিকিট ধার্য করা হয়। দ্বিতীয় দিনে মাছ বেশি না পাওয়ায় একটা ঘাটে দুইটি করে সেট ফেলানো হয়। এক কেজি টোপ কিনতে ২,৫০০/-টাকা লাগে। তিন কেজি টোপ তারা ৭,৫০০/-টাকায় কিনেছেন। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে অন্তত: ১৫,০০০/-টাকা ফেরত দেয়ার প্রস্তাব করেন।<br><br>**জনাব জেড,এ মাহমুদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭** কেসিসি বলেন, মৎস্য শিকারের জন্য টিকিট বিক্রি বাবদ কেসিসিতে জমাকৃত টাকা ফেরত হবে না।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, শহীদ হাদিস পার্কের পুকুলে মাছ ভরা ছিল বিধায় চাহিদা অনুযায়ী মাছ শিকার করার জন্য ৫০,০০০/-টাকা করে টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। টিকিট বিক্রিত উক্ত টাকা কেসিসি'র ফান্ড থেকে কোন ক্রমেই ফেরত দেয়া সম্ভব নয়। মৎস্য শিকারীরা ঠিকমত মাছ ধরতে না পারায় তাদের দিকটা বিবেচনা করে খুলনার মানুষের স্বার্থে শুক্রবার একদিন ফ্রি মাছ ধরার সুযোগ দেয়া হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। | **বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**<br><br>(১) শহীদ হাদিস পার্কের পুকুরে মৎস্য শিকারীরা টিকিটের মাধ্যমে মৎস্য শিকারে তেমন মাছ ধরতে না পারায় খুলনার মানুষের দিকটা বিবেচনা করে তাদেরকে শুক্রবার একদিন ফ্রি মৎস্য শিকার করার সুযোগ দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | রাজস্ব বিভাগ |
| বিবিধ-৩: | **জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৬** কেসিসি বলেন, বি এল কলেজ রোড একেবারে ভেঙ্গে গেছে এবং রাস্তার জায়গা অনেকটা বেদখল হয়ে গেছে। তিনি নিজে উপসহকারী প্রকৌশলীকে ডেকে নিয়ে এস্টেট অফিসারকে রাস্তার মাপ দিয়ে চিহ্নিত করে দেয়ার কথা বলেছেন। মাপ দিয়ে রেলের জায়গাটা চিহ্নিত করে দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।<br><br>**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, বিএল কলেজ রোডের সীমানা পরিমাপ করে রাস্তার জায়গা ঠিক করে দেয়া হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। | **বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**<br><br>(১) বি এল কলেজ রোডে পরিমাপ করে রাস্তার সীমানা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | রাজস্ব বিভাগ |

| আলোচ্যসূচি | আলোচনা |
|---|---|
| বিবিধ-৪: | **জনাব মাহমুদা বেগম, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৭** কেসিসি বলেন, রেন্ট-এ কার ব্যবসায়ীরা কেডিএ এভিনিউ রোডে ষাট গম্বুজ মসজিদ মডেল এর ধারে রাস্তার পাশে গাড়ী রেখে ব্যবসা করে। গাড়ীগুলো রাস্তার উপর থেকে সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।<br><br>**জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫** কেসিসি বলেন, রাতের বেলা চুরি করে বড় বড় ট্রাক শহরের ভিতরের রোডে ঢোকে, এটা বন্ধ করা দরকার।<br><br>**জনাব মোঃ গোলাম মাওলা শানু, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৬** কেসিসি বলেন, তার ওয়ার্ডসহ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে রাস্তার উপর গাড়ী রাখে। যে টাকা দেয় পুলিশ তার গাড়ী রাখতে দেয়, আর যে টাকা দেয় না তার গাড়ী রাখতে দেয় না।<br><br>**জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫** কেসিসি বলেন, দিনের বেলায়ও ওভার লোড গাড়ী শহরের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ রোডে প্রবেশ করে।<br><br>**জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান মাসুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ,** খুলনা বলেন, খুলনা শহরে যশোর রোড অর্থাৎ ডাকবাংলা থেকে আফিল গেট পর্যন্ত ফোরলেন রাস্তার জায়গা আছে। এ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে একনেকে অনুমোদন আছে। এটা এন-সেভেন অর্থাৎ জাতীয় মহাসড়ক হবে। ফ্লাইওভার বা ফুটওভার ব্রীজ দৃষ্টি নন্দন করার জন্য ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করা হচ্ছে। কিছু জায়গায় Six-Lane হবে। প্রথমে ডিমার্গেশন লাইন করা হবে। জেলা প্রশাসক, মাননীয় মেয়র মহোদয় এবং কেডিএ'র প্রতিনিধি চাওয়া হয়েছে। আন-অথোরাইজড স্টাবলিশমেন্ট সেগুলো রোড করা হবে। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত আছেন বিধায় তাদের জ্ঞাতার্থে এ ম্যাসেজ দেয়া হলো মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।<br><br>**জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫** কেসিসি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বড় বড় পরিকল্পনা নিয়ে রাষ্ট্র এগিয়ে যাচ্ছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যেসব প্রকল্পের অনুমোদন পূর্ব থেকে করিয়ে রাখা হয়েছে, বর্তমানে সেগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সড়কপথগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে বিধায় সড়ক ও জনপথ যথেষ্ট কাজ করছেন। এগুলো ১০০ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে করা উচিত। এখন অর্থ নষ্ট করার সুযোগ নেই। ডিজিটাল পদ্ধতি নির্বাহী প্রকৌশলীর হাতের মধ্যে রয়েছে। তাই প্রকল্পগুলো যাতে সর্বোচ্চ দৃষ্টিনন্দন হয় তিনি সেদিকে খেয়াল রাখার অনুরোধ করেন।<br><br>**জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১** কেসিসি, খানজাহান আলী রোড যেটা রূপসা ব্রীজ হতে শুরু রাস্তাটির অবস্থা খুবই খারাপ এবং রাস্তাটি আরো একটু চওড়া করা যায় কিনা ভেবে দেখার অনুরোধ জানান। |

| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|
| **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, খুলনা-যশোর রোডে ডাকবাংলা থেকে আলিম জুট মিল পর্যন্ত ছয় লেন রাস্তা করার জন্য ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দৌলতপুর নতুন রাস্তা হতে বেবি স্ট্যান্ড এর ডানপাশে রেলওয়ে অথবা সড়ক ও জনপথের জায়গা ভাঙাচোরা অনেক। দৌলতপুর বেবী স্ট্যান্ড এর সামনে আকাঙ্ক্ষা টাওয়ার আছে। এর অবস্থা খারাপ হবে। ওই সব এলাকায় রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে বসে ইমারত উচ্ছেদ করার বিষয়ে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য জনগণকে জানাতে হবে। যশোর রোডের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তিনি দৃষ্টিনন্দন ফ্লাইওভার ব্রিজ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি রূপসা ব্রিজের বাইপাস সড়ক পারচেজ কমিটিতে অনুমোদন হয়েছে বলে সুখবর জানান। তিনি আরো বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তার উপর রেন্ট-এ কারসহ যত গাড়ী রেখে ব্যবসা করে সবগুলো গাড়ীর ট্যাক্স ধার্য করার অভিমত ব্যক্ত করেন। খুলনা শহরে প্রায় ৩০টি পুকুর পাওয়া গেছে। খুলনার পরিবেশ ঠিক রাখাসহ স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কোন পুকুর লীজ দেয়া হবে না। দাতা সংস্থারা পুকুরগুলো পরিদর্শন করেছেন। খুলনার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এবং নতুন আধুনিক খুলনা গড়ার জন্য তিনি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। | **বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**<br><br>(১) রেন্ট-এ কার সহ সকল প্রকার ব্যবসার গাড়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তার উপর রেখে ব্যবসা করলে, সেই গাড়ীর ট্যাক্স ধার্য্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন পুকুর লীজ দেয়া হবেনা মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | রাজস্ব বিভাগ |

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ অত্র সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি তাদেরসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্মারক নং-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-৩৬১(৫)/২১-১৯ ৯৭ তারিখ ২৭/১২/২১

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। মেয়র প্যানেলের সদস্য/সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২। সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-৩৬১(৫)/২১-১৯৯৭ (৭) তারিখ- ২৭/১২/২১

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। .....
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।